13-10-2022 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন তোমাদের হৃদয়ে খুশীর সানাই ধ্বনিত হওয়া উচিত কারণ বাবা এসেছেন হাতে হাত রেখে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এখন তোমাদের সুখের দিন এলো বলে"

*প্রশ্নঃ - বর্তমানে নতুন গাছের কলম লাগানো হচ্ছে তাই কীভাবে সতর্কতা অবলম্বন অবশ্যই করে রাখতে হবে ?

*উত্তরঃ - নতুন গাছকে খুব ঝড়ের সম্মুখীন হতে হয়। এমন এমন ঝড়ঝঞ্ঝা আসে যে সব ফুল, ফল ইত্যাদি ঝরে পড়ে । এখানেও তোমাদের নতুন বৃক্ষের চারা রোপণ করা হচ্ছে, তাকেও মায়া আক্রমণ করবে। অনেক তুফান আসবে। মায়া সংশয় বুদ্ধি বানিয়ে দেবে। বুদ্ধিতে বাবার জ্ঞান থাকবে না তখন নিস্তেজ হয়ে পড়বে, পড়েও যাবে। তাই বাবা বলেন বাচ্চারা মায়ার হাত থেকে সুরক্ষিত থাকতে মুখে চুষিকাঠি (মুহলরা) দিয়ে রাখো অর্থাৎ কাজকারবার যা করার করো কিন্তু বুদ্ধিতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এটাই হল পরিশ্রম।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমাদের খুব ভালো ভাবে নিশ্চয় (দৃঢ় বিশ্বাস) হয়ে গেছে যে বাবা এসে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন, আমরা পতিত আমাদের পবিত্র করেন। এমন তো নয় যে সৃষ্টি থাকে না, বাবা এসে রচনা করেন। বাবাকে আহ্বান করা হয় আমরা পতিত হয়েছি, এসে আমাদের পবিত্র বানাও। দুনিয়া তো আছেই। যদিও পুরানো দুনিয়াকে নতুন করেন। এই জ্ঞান মানুষের জন্য, পশুদের জন্য নয়। কারণ মানুষ পড়াশোনা করে পদ প্রাপ্ত করে। এখন যে সব দুঃখ প্রদানের সামগ্রী রয়েছে, তার মধ্যেই এই সব কিছু এসে যায় - দেহ, দেহের ধর্ম ইত্যাদি। অর্থাৎ বাবা এই দুঃখের সামগ্রী গুলি সুখময় বানান, তখন বাবা বলেন আমি দুঃখধামকে সুখধামে পরিণত করি, আমিই হলাম দুঃখ হর্তা, সুখ প্রদান কর্তা। এখন তোমাদের অন্তরে সানাই বাজা হওয়া উচিত যে আমাদের সুখের দিন সামনে আসছে। তোমরা জানো যে বাবা কল্পের শেষে মিলিত হন এমন কথা অন্য কারোর জন্য বলা হয় না। ভগবান আসেন ভক্তদের সদগতি প্রদান করতে। নিজের সাথে হাতে হাত দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এমন নয় সুখধামে নিয়ে গিয়ে তোমাদের ছেড়ে আসি। না, এই সময়ের পুরুষার্থ অনুসারে নিজেরাই নিজের প্রালব্ধ ভোগ করো। যে যত অন্যদেরকে বোঝায় তার ততই ড্রামা পাক্কা হয়ে যায়। মানুষ কোনো ড্রামা দেখে এলে কিছুদিনের জন্য স্মৃতিতে পাক্কা হয়ে যায়। অতএব তোমাদের বুদ্ধিতেও এই কথাটি পাক্কা হয়ে যায় কারণ এ হল অসীম জগতের ড্রামা। সত্য যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত ড্রামার জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে। সেন্টারে গেলে সাবধানী বার্তা দেওয়া হয়। তখন স্মৃতিতে এসে যায়। এখানেও বসে আছো তাই স্মরণে আছে। সৃষ্টি হল অসীমের ড্রামা। কিন্তু সেকেন্ডের কাজ। বুঝিয়ে দিলেই ড্রামার জ্ঞান বুদ্ধিতে স্থির হয়ে যায়। বুদ্ধি জানে যে কে কে এসে ধর্ম স্থাপন করেছে। মূলবতন স্মরণ করাও সেকেন্ডের কাজ। দ্বিতীয় নম্বরে হল সূক্ষ্মবতন। সেখানেও কোনো বিশেষ কথা নেই কারণ সেখানেও শুধুমাত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেখানো হয়েছে। সেই জ্ঞানও সেকেন্ডের মধ্যে বুদ্ধিতে এসে যায়। তারপরে হল স্থূল বতন। এতে ৪-টি যুগের চক্র এসে যায়। এ হল বাবার রচনা, এমন নয় যে শুধুমাত্র তোমরা স্বর্গকে স্মরণ করো। না, স্বর্গ থেকে কলিযুগের শেষ সময় পর্যন্ত তোমাদের বুদ্ধিতে রহস্য নিহিত আছে তাই তোমাদের অন্যদেরও বোঝাতে হবে। এই বৃক্ষ এবং গোলকের (সৃষ্টি চক্র) চিত্র সকলের ঘরে থাকা উচিত। যে আসবে তাকে বসিয়ে বোঝানো উচিত। দয়ালু হৃদয় এবং মহাদানী হতে হবে, একেই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন বলা হয়। এই সময় তোমরা ভবিষ্যতের জন্য ধনবান হও।

বাবা বোঝান বাচ্চারা, এখনো পর্যন্ত তোমরা যা কিছু পড়েছ শুনেছ সেসব ভুলে যাও। মানুষ মৃত্যুর সময় সব কিছু ভুলে যায় তাইনা। তো এখানেও তোমরা তো জীবিত অবস্থায় এই দুনিয়ার থেকে মরে থাকো । অতএব বাবা বলেন আমি নতুন দুনিয়ার জন্য যে জ্ঞানের কথা গুলি শোনাই সেসব স্মরণ করো। এখন আমরা অমরলোকে যাই এবং অমরনাথের দ্বারা অমরকথা শুনি। কেউ যখন জিজ্ঞাসা করে মৃত্যুলোক কবে শুরু হয় ? তাদেরকে বলো, যখন রাবণের রাজত্ব শুরু হয়। অমরলোক কবে শুরু হয় ? যখন রামরাজ্য শুরু হয়। ভক্তির সামগ্রী এমন বিস্তৃত যেমন ভাবে বৃক্ষের বিস্তার ঘটে। এখন নতুন গাছেরকলম লাগানো হচ্ছে তাই এমন গাছকে মায়ার ভীষণ ঝড় লাগে । যখন ঝড় আসে তখন বাগানে গিয়ে দেখবে কত ফুল ফল ঝরে পড়ে যায়। গাছে অল্প কিছু থেকে যায়। এখানেও সেইরকমই হয়, মায়ার ঝড় এলে এবং বাবার স্মরণে স্থির হয়ে না থাকলে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কারো পতন হয়। হাতিমতাই এর খেলা আছে না যে, মুহলরা (চুষিকাঠি) মুখে পুরে রাখতো। যদি বুদ্ধিতে বাবার স্মরণ আছে তবে মায়ার প্রভাব পড়বে না। বাবা কি এমন বলেন নাকি যে

কাজকারবার করবে না? কাজকারবার করতে করতে বাবাকে স্মরণ করো - এতেই পরিশ্রম আছে । রাজত্ব লাভ করা, কোনো কম কথা নয়! কেউ জাগতিক দুনিয়ায় রাজত্ব লাভ করে তাতেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তাহলে এ তো সত্যযুগের রাজত্ব লাভের কথা। পরিশ্রম অবশ্যই করতে হবে। পরমাত্মাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়, জানী জাননহার অর্থাৎ সর্বজ্ঞ নয়। জানী-জাননহার অর্থাৎ থট রিডার অর্থাৎ অন্তর্যামী। বাস্তবে এও হল একপ্রকারের ঋদ্ধি-সিদ্ধি, তাতে প্রাপ্তি কিছুই নেই। যদি উল্টো হয়েও ঝুলে থাকবে তাতেও প্রাপ্তি নেই। আজকাল তো আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। এক সন্ন্যাসী ছিল সে আগুনে হেঁটে দেখিয়ে ছিল। কথা কাহিনীতে শুনেছে সীতা আগুনের মধ্য দিয়ে পার হয়েছে তাই তারাও আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। এইসবই হল গালগল্প (দন্ত কথা) । তারা বলে শাস্ত্র ইত্যাদি হল অনাদি। কবে শুরু হয়েছে ? তারিখ তো কিছুই নেই। অন্য ধর্মের তারিখ আছে, তার দ্বারা হিসেব করা যায়। যেমন বলে ক্রাইষ্টের ৩০০০ হাজার বছর পূর্বে ভারত হেভেন ছিল। কিন্তু হেভেনে কি ছিল, সে কথা জানেনা। বৃক্ষের রহস্য তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরা বর্ণনা করতে পারো যে এই বৃক্ষের ফাউন্ডেশন কীভাবে লেগেছে, কীভাবে বৃক্ষটি বৃদ্ধি পেয়েছে। যখন ফ্লাওয়ারভাস (ফুলদানি) তৈরি করা হয়, তখন উপরে ফুল সাজানো হয়। এও ঠিক সেইরকম। প্রথমে দেবী-দেবতা ধর্মের কান্ডটি ছিল। পরে এই সব ধর্ম গুলি কান্ড থেকে বেরিয়েছে অর্থাৎ তাদের প্রজা রূপী ফুল গুলি দেখানো হয়েছে। এবারে চিন্তন করো প্রত্যেকটি ধর্ম যখন এসেছিল তখন ফুলের বাগান ছিল। অবতরণ কলা তো পরে হয় অর্থাৎ প্রথমে গোল্ডেন, সিলভার, কপার এখন আয়রন হয়েছে। পড়াশোনা তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। নলেজফুল বাবা বসে বৃক্ষ এবং ড্রামার ফুল নলেজ প্রদান করেন। এই কারণে পরমাত্মাকে জ্ঞানের সাগর, বীজরূপ বলা হয়। মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ যিনি উপরে বাস করেন। যে ইনকরপরিয়াল ওয়ার্ল্ড আত্মাদের আছে, তাকেই ব্রহ্মান্ড বা ব্রহ্ম লোক বলা হয়। যেখানে আত্মারা ডিম্বাকৃতিতে বাস করে। সাক্ষাৎকারও করে আত্মা বিন্দু স্বরূপ। যেমন জোনাকি যখন একত্রে উড়ে বেড়ায় তখন চারিপাশ আলোকিত হয়, যদিও সেই আলো খুবই কম থাকে। অতএব আত্মারাও একত্রে উড়ে যাবে। এই সূক্ষ্ম বিন্দুতে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ ড্রামার সাক্ষাৎকার করান, যে ড্রামার মধ্যে আত্মা হল অ্যাক্টর এবং অ্যাক্টরদের এই ড্রামার কথা জানা নেই। তোমাদের তো একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে, দ্বিতীয়তঃ এই নলেজ স্মরণ করতে হবে। জ্ঞান তো সেকেন্ডের এবং খুব সিম্পল। কিন্তু জ্ঞান শুরু কবে হয়েছে, বিস্তারিত ভাবে বলতে হয় কারণ বিস্মৃত হয়ে যায়। মায়ার বিঘ্নও আসে। শারীরিক অসুস্থতা এসে পড়ে। পূর্বে কখনও জ্বর হয়নি, জ্ঞানে আসার পর জ্বর আসবে তখন সংশয় ওঠে যে জ্ঞানে তো বন্ধন, মুক্ত হওয়া উচিত । কিন্তু বাবা বলেন এই অসুখ আরও আসবে, হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে।

ভক্তিতে মানুষ ৯ রত্নের আংটি ধারণ করে। মাঝখানে দামি রত্ন লাগায়। আশেপাশে কম দামি গুলো লাগায়। কোনো রত্ন হাজারের হয়, কোনোটি একশ' ....বাবা বলেন এই জীবন হল হীরে তুল্য জীবন। তাই সূর্যবংশে জন্ম নেওয়া উচিত। সত্য যুগের মহারাজা, মহারানী এবং ত্রেতার শেষের রাজা রানীর মধ্যে অনেক পার্থক্য হবে নিশ্চয়ই। এই ড্রামার কাহিনী অন্যদেরও বোঝাতে হবে। এসো তোমাদেরকে আমরা বুঝিয়ে বলি যে ৫ হাজার বছর পূর্বে দেবতাদের এক সুন্দর রাজ্য ছিল। তারা এই রকম ভাবে পদ প্রাপ্ত করেছিল ! লক্ষ্মী-নারায়ণ যারা সত্যযুগে রাজত্ব প্রাপ্ত করেছেন, তাদের ৮৪ জন্মের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি শোনাই। এমন এমন প্রলোভন দিয়ে তাদেরকে ভিতরে ডাকা উচিত। সেকেন্ডের কাহিনী। কিন্তু পদ্ম গুণ ভাগ্যের কাহিনী। তোমরা যেখানে ইচ্ছে যেতে পারো । কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে, হসপিটালে যাও, সেখানে গিয়ে বলতে পারো যে তোমরা এতো বার অসুস্থ হয়ে পড়ো। আমরা তোমাদের এমন ঔষধ বলে দেব যে ২১ জন্মের জন্য কোনো অসুখ হবে না। তোমরা শুনেছ হয়তো পরমাত্মা বলেছেন মন্মনাভব। তোমরা বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং কোনো নতুন বিকর্ম হবেই না। তোমরা এভারহেলদি, ওয়েলদি হয়ে যাবে। এসো, পরমপিতা পরমাত্মার বায়োগ্রাফি তোমাদেরকে শোনাই। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলা কোনো বায়োগ্রাফি নয়। এমন ভাবে বোঝানো উচিত।

আচ্ছা- আজ তো ভোগ নিবেদনের দিন। গীত - ধরিত্রীকে আকাশ ডাকে - একে বলে পুরানো অসত্য দুনিয়া। একেই রৌরব নরক অর্থাৎ ঘোর নরক বলা হয়। গীতটিও ভালো যে আসতেই হবে, প্রেমের দুনিয়ায়। সূক্ষ্ম বতনেও প্রেম আছে তাই না। দেখো, কত খুশী সহকারে ধ্যান মগ্ন হয়। সত্যযুগেও সুখ আছে, এখানে তো কিছুই নেই। অতএব এই দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য অনুভব হওয়া উচিত। সন্ন্যাসীদের হল দৈহিক সন্ন্যাস। তোমাদের হল অসীম জগতের বৈরাগ্য। তোমাদেরকে তো সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে। বাবা বম্বেতে একটি পত্র লিখে ছিলেন। বাবা শুধু বম্বে বাসীদের জন্য বলেননি উপরন্তু সব সেন্টারের ভাই বোনদের উদ্দেশ্যেই বাবার রায়। তোমাদেরকে ভাষণ করতে হয় সকালে এবং সন্ধ্যা বেলায়। অতএব প্রত্যেকটি শহরে বড় হলঘর তো থাকেই এবং সঙ্গে অনেক মিত্র আত্মীয়স্বজনও থাকে, তাই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া উচিত যে পরম পিতা পরমাত্মার পরিচয় আমরা দিচ্ছি । যাতে সবাই পরমাত্মার কাছ থেকে নিজের বার্থরাইট নিতে পারে। আমাদের

কেবল দেড় ঘন্টা সকালে, দেড় ঘন্টা সন্ধ্যার জন্য হলঘরের প্রয়োজন । কোনো ঝামেলা হবে না, বাজনা ইত্যাদি বাজবে না। যদি কেউ সঠিক ভাড়ায় দেয় আমরা নিতে পারি। এরিয়া দেখতে হবে, ঘরও দেখতে হবে ভালো কিনা। ভালো মানুষ হলে ভালো জ্ঞান-সন্ধানীদের (জিজ্ঞাসু) সঙ্গে নিয়ে আসবে। এমন এমন ৪-৫টি স্থানে ভাষণ করা উচিত। বড় বড় শহরে যদি ফার্স্ট ফ্লোর না পাও, তবে সেকেন্ড ফ্লোর, তাও না হলে অগত্যা থার্ড ফ্লোর নিতে পারো। ঠিক তেমন ভাবেই গ্রামে গ্রামে করতে হবে। যেমন গ্রামই হোক। যদি ছোট বাড়িও পাওয়া যায় । পুরো বাড়ি তো চাই না। কেবল ৩ পা পৃথিবী প্রয়োজন। সবাইকে নিজের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে কথা বলা উচিত তাদের মধ্যে কেউ তো জায়গার ব্যবস্থা করে দেবে। এইভাবেই সেন্টার খুলতে থাকা উচিত। কেউ এমনও থাকবে যে ভাড়াও নেবে না। আর কেউ ভাড়ায় সেন্টার চালিত করে যদি জ্ঞানের বাণে বিদ্ধ হয় তখন সে সেই অর্থ টুকু নেওয়াও বন্ধ করে দেবে। যারা বিশাল বুদ্ধি হবে তারা ভালো ভাবে বুঝে ধারণ করবে। যাদের বিশাল বুদ্ধি থাকে, তাদেরকে মহারথী বলা হয়। তারা তো একে অপরকে দেখে সেন্টার খুলতে থাকবে। বাচ্চারা জানে যে আমরা নিজের রাজ্য শ্রীমৎ অনুসারে গুপ্ত ভাবে স্থাপন করছি। অন্য কেউ জানেনা যে কীভাবে স্থাপন করা হয় ? শুধু পবিত্র থাকতে হবে। বাবা বলেছেন মায়া দুঃখ দিয়েছে, মায়াকে ত্যাগ করো। মায়াজিত হয়ে জগৎজিত হও। মনকে জিতে নেওয়ার কথা। মন তো শান্ত, শান্তিধামে থাকে। এখানে তো শরীর আছে তাই শান্ত থাকতে পারে না। সুতরাং শান্তিধাম হল পরমধাম। এখানে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তাই চিন্তনও চলতে থাকে। ওখানে সেন্টারে এসে, কাহিনী শুনে নিজের কাজকারবারে ব্যস্ত হয়েই সব শেষ। এখানে তাজা ফ্রেশ থাকে, তাই বাচ্চারা রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আসে। দুনিয়ার মানুষের বুদ্ধিতে থাকে না যে ভারত হল পরমাত্মার বার্থ প্লেস (জন্ম স্থান)। এখানে শুনলে তোমাদের নেশা থাকে যে আমরা শরীর ত্যাগ করে অমরলোকে যাব। সত্য যুগে এমন হবে না যে অমুকে মারা গেছে। না, যখন পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করবে, নতুন ধারণ করবে তখন খুশী তো হবে, তাইনা। বাজনা বাজবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই অসীমের দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য রেখে একে বুদ্ধি থেকে ভুলে যেতে হবে। অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করে ভবিষ্যতের জন্য ধনবান হতে হবে।

২) নতুন দুনিয়ার জন্য বাবা যে কথা গুলি বলেন সেসব স্মরণে রাখতে হবে। বাকি যা কিছু পড়েছ সেসব ভুলে যেতে হবে, এমন ভাবে জীবিত অবস্থায় মৃত সম হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ- কল্যাণকারী যুগে নিজের এবং সর্বের কল্যাণ করে প্রকৃতিজিত, মায়াজিত ভব

এই কল্যাণকারী যুগে, কল্যাণকারী বাবার সাথে সাথে তোমরা বাচ্চারাও হলে কল্যাণকারী । তোমাদের চ্যালেঞ্জ হল যে আমরা হলাম বিশ্বের পরিবর্তক। দুনিয়ার মানুষ শুধু বিনাশ দেখতে পায় তাই ভাবে - এই সময়টি হল অকল্যাণের সময়। কিন্তু তোমাদের সামনে বিনাশের সাথে স্থাপনাও স্পষ্ট এবং তোমাদের মনে এই শুভ ভাবনা আছে যে এখন সর্বজনের কল্যাণ হোক। কেবলমাত্র মনুষ্য আত্মা নয় বরং প্রকৃতির কল্যাণ করতে সক্ষম আত্মাকেই প্রকৃতিজিত, মায়াজিত বলা হয়, তাদের জন্য প্রকৃতি সুখদায়ী হয়ে যায়।

স্লোগানঃ- পৃথক (ডিট্যাচ) এবং প্রিয় হয়ে যে কর্ম করে, সে সেকেন্ডের মধ্যে সংকল্পের উপরে ফুলস্টপ লাগাতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;